Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501045 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Comparative analysis of various rural folk music forms of Bengal
বাংলার বিভিন্ন লোকসংগীতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

Trina Ghosh
Researcher
Music Department
Rabindra Bharati University

Received on: 14th May 2026
Accepted on: 30th May 2026

Abstract:
We basically call folk music the music that has been passed down from generation to generation through oral tradition. It has developed from the region and collective culture. Folk music is not just a melody, it is a combination of culture and tradition. We can call folk culture as the source of folk music. The Bengali nation is also called a cultural nation. Because we carry thousands of years of culture and tradition. A major part of our tradition and culture is folk music. The lives of ordinary people, their daily struggles, hopes, disappointments, failures, nature, labor, love, separation, everything that is obtained or not obtained is revealed through their songs. Folk music is basically enriched by the thoughts and mentality of people.

West Bengal is a land of natural diversity with hilly regions to the north, Bay of Bengal to the south, plateau regions to the west, and Gangetic plains to the east. This Bengal is full of natural diversity. Rivers, forests, dense jungles, rocky soil, silty soil, and clay soil are full of diversity of various colours and forms. There is no shortage of diversity in the folk music and culture of Bengal. Somewhere Bhawaida, Ghan Gaan, Chatka, somewhere Bhatiala, Sari, Ghatu, Bhadu, Tusu Jhumur in the west – Gambhira, Alkap Leto, etc. in the plains of the east. The regional language and colour of these songs are incredibly diverse. Again, the melody is also very diverse. Sometimes the songs have a long melody, and sometimes there are sounds of broken silence. Various similarities between the melody and nature can be observed. These songs also have many similarities with the livelihood and activities of people.

Key Words:
Folk Music, Melody, Analysis, Regional

মূল প্রবন্ধ

© Santiniketan Sahityapath

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লোক মুখে প্রচারিত সংগীতকেই আমরা মূলত লোকসংগীত বলে থাকি। এটি গড়ে উঠেছে অঞ্চল ও যৌথ সংস্কৃতি থেকে। লোকসংগীত শুধু মাত্র কোনো সুর নয় এটি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ। লোকসংগীতের উৎস হিসাবে আমরা লোকসংস্কৃতিকে বলতে পারি। বাঙালি জাতিকে সাংস্কৃতিক জাতিও বলা হয়ে থাকে। কারণ আমরা বহন করে চলি হাজার হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। আমাদের এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি প্রধান অংশ লোকসংগীত। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের দৈনন্দিন সংগ্রাম, আশা, হতাশা, ব্যর্থতা, প্রকৃতি, শ্রম, প্রেম, বিরহ, পাওয়া-না পাওয়া সকল কিছুই প্রকাশিত হয় তাদের এই গানের ভিতর দিয়ে। লোকসংগীত মূলত মানুষের মনন-মানসিকতার দ্বারা ঋদ্ধ হয়। আভিধানিক অর্থ অনুসারে যে সকল গান বা সংগীত যুগ যুগান্ত ধরে বংশপরম্পরায় নিরক্ষর গ্রামবাসীদের মুখে মুখে গীত হয়ে এসেছে, তাই হলো লোকসংগীত। তবে তৎকালীন গবেষক ও লোকসংগীতবিদেরা অনেকাংশই মনে করেন লোকসংগীত হলো জীবনশ্রয়ী। তাই নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় বন্ধ না থেকে যুগের সঙ্গে লোকসংগীতেরও রূপান্তর ঘটবে।

এ কথা মিথ্যে নয়, যে গ্রামে আচার-অনুষ্ঠান, পুজো-পার্বণ, উৎসব সকলই বংশপরম্পরাগত ভাবে তাদেরই মধ্যে প্রচলিত। সেই কারণবশতই লোকগানগুলিও চলে আসছে বংশপরম্পরায়। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের প্রভাবে এই সকল আচার-অনুষ্ঠান, পুজো-পার্বণের রীতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা অবলুপ্ত হয়েছে। রূপান্তর হয়েছে প্রচলিত উৎসব ও পূজো-পার্বণের গানগুলি। আর কেনই বা হবে না? বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও শিল্পায়ন পরিকল্পনা এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সম্প্রসারণ ব্যাপকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে চেহারা পাল্টাচ্ছে গ্রামীণ মানুষের ভাব রাজ্যের। বর্তমানে গ্রামীণ নিরক্ষর মানুষেরাও আলোকিত হতে শুরু করেছে শিক্ষার আলোয়। সুতরাং ভবিষ্যতে এটি সকলেই স্বীকার করবে যে লোকসংগীত কেবলই নিরক্ষর মানুষের রচনা হয়ে চিরস্থায়ী করবে না। সাধারণ গ্রামীণ মানুষ শিক্ষিত হলে তাদের গানগুলি কেবলই মুখে মুখে প্রচারিত হবে না, তা লিপিবন্ধ হবে।

লোকসংগীত সাধারণের মধ্যে থেকে উৎসারিত ও সাধারণের মধ্যে প্রচলিত সংগীত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী লোকসংস্কৃতি হলো সুসংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। তা লোকসাহিত্য, শিল্প, লোকক্রীড়া সবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। লোকসংস্কৃতি একটি চলমান প্রবাহ। সমাজ থেকে নতুন নতুন উপকরণ সংগ্রহ করে আবার এবং সমাজকে অনেকাংশে সমৃদ্ধ করে। এভাবেই চলতে থাকে লোকসংগীতও। ফলে তাতে কারো কোনো সৃষ্টির দাবি থাকে না, সমাজেরই সম্পদ হয়ে যায়। লোকসংগীতের স্বরূপ নির্ণয়ে তার আঞ্চলিকতার প্রভাবও অনস্বীকার্য।

লোকসংগীতের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে তার আঞ্চলিক উচ্চারণের বিভিন্নতাতেও। যে অঞ্চলের লোকসংগীত তাতে সেই অঞ্চলের ভাষা ও উচ্চারণের প্রভাব পড়বেই। ভাষার আঞ্চলিক বিশেষত্ব অনুযায়ী একই লোকসংগীতেরও অঞ্চলভেদে ভিন্নরূপী প্রকাশভঙ্গী দেখা যায়। গায়কীতে এই আঞ্চলিক প্রকাশভঙ্গী বা উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য (intonation) থাকবেই, এর বিচ্যুতি ঘটলেই সংশ্লিষ্ট লোকসংগীতের আসল রূপটি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাষার প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী সংগীতেরও সুরের বিন্যাস ও গায়কী স্বতন্ত্র হয়। এই আঞ্চলিকতার প্রভাব অতিক্রম করে কোনো লোকসংগীত পুষ্টি লাভ করতে পারে না। কারণ সংশ্লিষ্ট এলাকার ভাষাই লোকসংগীতেরও ভাষা। তাই এই ভাষা ও তার উচ্চারণ পদ্ধতি অতিক্রম করে গড়ে ওঠা সংগীত প্রকৃত লোকসংগীত না হয়ে সেগুলি হয় মিশ্র বা মার্জিত (Improvised) সংগীত। 'লোকসংগীত গুরুমুখী বা বিদ্যালয়মুখী নয়।' ঘরে বসে রেওয়াজ করে লোকসংগীত আয়ত্ত করা যায় না। একটা বিশেষ অঞ্চলের জনমানসের জীবনের সঙ্গে দীর্ঘকালের Identification প্রয়োজন। লোকসংগীতের গায়কী আঞ্চলিক জীবনধারা থেকেই আসে। এই আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছে একটা বিশেষ স্বরসমষ্টি বা ঠাটকে অবলম্বন করে। তার সঙ্গে মিশেছে আঞ্চলিক কণ্ঠভঙ্গি এবং পারিপার্শ্বিক উচ্চারণভঙ্গি।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে পার্বত্য অঞ্চল, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে মালভূমি অঞ্চল, পূর্বে গাঙ্গেয় সমতলভূমি, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর এই বাংলা। নদী, বন, ঘন জঙ্গল, পাথুরে মাটি, পলি মাটি, এঁটেল মাটি নানা রঙ রূপের বৈচিত্র্যে ভরপুর। বাংলার লোকসংগীত এবং সংস্কৃতিতেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। কোথাও ভাওয়াইয়া, চটকা, কোথাও ভাটিয়ালি, সারি, ঘাঁটু। পশ্চিমে ভাদু, টুসু, ঝুমুর পূর্বের সমতল আঞ্চলে গম্ভীরা, আলকাপ, লেটো ইত্যাদি। এইসব গানের আঞ্চলিক ভাষা, রঙ রূপের অসম্ভব বৈচিত্র্য। আবার

© Santiniketan Sahityapath

সুর বৈচিত্র্য অনেক। টানা সুরের গানে কোথাও গলা ভাঙে, কোথাও নীরবিচ্ছিন্ন সুরের আল্পনা। প্রকৃতির সঙ্গে সুরেরও নানা মিল লক্ষ করা যায়। মানুষের জীবিকা এবং কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও এইসব গানের অনেক মিল রয়েছে।

বাউল গান ও বাউল অঙ্গ গানের মধ্যে খুব বেশি সুরগত পার্থক্য নেই, একই রকম সুর। মুর্শীদা গানের মধ্যে কিছুটা ফকিরি সুরশৈলি পরিলক্ষিত হয়। বাউল গানের মধ্যে মুর্শীদা গানের তুলনায় অধিক টানা সুরের প্রভাব ধ্বনিত হয়। গম্ভীরা শিবকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। এর সুরের মধ্যে নাটকীয়তার প্রভাব বেশি। এখানে শিবই হলেন প্রধান এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই গানের সকল কথাগুলি বলা যায়। এর মধ্যেই সংলাপ এবং সুর দুই-ই থাকে। এই গানের সুর হলো একমুখী অর্থাৎ শিবকে কেন্দ্র করেই বলা হচ্ছে। এখানে সুর হলো সংলাপধর্মী। সুরের নিজস্ব কারুকার্য খুব কম, সংলাপটিকেই সুরের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়। লেটো গানেও সুরের বৈচিত্র্য কম। লেটো গান ও আলকাব গানের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। লেটো গানে নানারকম হাস্যরসাত্মক গান এবং সুরের মধ্যে দিয়ে নানারকম হাস্যরস সৃষ্টি হচ্ছে এর প্রধান উদ্দেশ্য। সামাজিক বিভিন্ন বিষয়গুলিকেই এখানে গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। আলকাব গান কবিগানের মতন হলেও এখানে নির্দিষ্ট কাহিনিকে তুলে ধরা হয়। গম্ভীরা, লেটো ও আলকাব এই তিনরকম গানই নাট্যধর্মী তবে এদের সুরের কিছু পার্থক্য রয়েছে। লেটো গানে বিভিন্ন রকম সংলাপ আছে, বিভিন্ন রকম পাত্র-পাত্রী চরিত্র আছে এবং সংলাপ মধ্য দিয়েই তাদের তুলে ধরা হচ্ছে। এখানে তাদের হাস্যরস উৎপন্ন করাটাই হচ্ছে একমাত্র উদ্দেশ্য এবং নাটকীয়তার সুরে বিভিন্নরকম ঘটনাকে সামনে নিয়ে আসা হয়। আলকাবে বিশেষ কোনো সময়ের বিশেষ কোনো ঘটনাকে নেওয়া হয়। গম্ভীরাতে সামাজিক সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার কথাগুলিকে সুরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। যেখানে এই গান উপস্থাপন করা হয় তার স্থানীয় এলাকার যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তারই কার্যকারণ সম্পর্কগুলি যখন তারা মেলাতে পারে না তখন সেগুলো তারা শিবের কাছে উপস্থাপন করে যে কেন এগুলো হচ্ছে এবং তুমি কি করছো, তুমি খাচ্ছো, দাচ্ছো, থাকছো ইত্যাদি। এখানে নাটকীয় তুলনামূলকভাবে কম। শুধুমাত্র একমুখী বক্তব্য — শিব এখানে কোনো প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন না।

চটকা এবং ভাওয়াইয়ার মধ্যে মূলত গলাভাঙা সুরের সাদৃশ্য দেখা যায়। ভাওয়াইয়ার মধ্যে মূলত গলাভাঙা সুরের সাদৃশ্য দেখা যায়। ভাওয়াইয়া অত্যন্ত টানা সুরের চটকা অতটা টানা সুরের নয়, এখানে চটুল আছে অর্থাৎ সেগুলি ছোটো ছোটো সুর এবং ছোটোভাবে সেগুলিকে উপস্থাপন করা হয়। এটি চটুল প্রকৃতির। এখানে উদ্দামতা বেশি এবং এখানে ছন্দের গতিটা বেশি।

সারিগান সারিবদ্ধভাবে সমবেত হয়ে করা হয়। সারিগান গতিবেশি এবং ভাটিয়ালী গানের গতি কম। সারিগানের মধ্যে নানারকম রসের সৃষ্টি করা হয়। হাস্যরসাত্মক ও শৃঙ্গার এই দুটো জিনিসই রাখা হয় সারিগানের মধ্যে। ভাটিয়ালী গান হলো বিচ্ছেদি। এখানে বিরহ বেশি। এইগানে দুঃখ, যন্ত্রণা প্রভৃতি দেখা যায়।

ঝুমুর গানের মূল উপজীব্য হচ্ছে উক্ত আঞ্চলের নরনারীর প্রেম। কৃষ্ণের লৌকিক কথা এতে বর্ণিত হয়। এখানে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ঘটনা বর্ণনা করা হয়। ঝুমুরের সুরের চলন কখনো কখনো ধীরগতি আবার কখনো কখনো অধিক গতি সম্পন্ন। এখানে নানান মজার বিষয়ও থেকে থাকে। এই গানে জীবনের যে লৌকিক চাহিদা, সেই চাহিদাগুলি কোথাও কোথাও ধ্বনিত হয়। ভাদু, টুসু, ঝুমুর তিনটির মধ্যে সুরের অনেক মিল রয়েছে যদিও ঝুমুরের মধ্যে বিভিন্নরকম ঝুমুর রয়েছে এবং বিভিন্ন ঝুমুরের ক্ষেত্রে সুরের আলাদা আলাদা ধরণধারণ আছে। এই ঝুমুরের কিছু সুরের মিল রয়েছে ভাদুর কিছু গানের মধ্যে। ঝুমুরের সুরের মধ্যে নানা ধরণের বৈচিত্র্য আছে। যেমন পুরুলিয়ার জুমুর, বর্ধমানের ঝুমুর, বাঁকুড়ার ঝুমুর অর্থাৎ আঞ্চলিক বিভেদে ঝুমুরের অনেক ক্ষেত্রে সুরের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ঝুমুর গানের সুর অপেক্ষাকৃত চঞ্চল। এটি কোথাও ধীর আবার কোথাও চঞ্চল হয় তবে একই গতি সম্পন্ন ধীরলয়ের গান হঠাৎ পরিবর্তনশীল নয়। সপ্তকের মধ্যে এর গতি খুব নয়। খুব টানা সুরের প্রয়োগ প্রায় হয় না বললেই চলে। এটি চারটে, পাঁচটা, ছটা খুব অল্প স্বরের মধ্যেই যাতায়াত করে। মধ্য সপ্তক এই বেশিরভাগ চলে, দৈবাৎ মধ্য সপ্তক থেকে ঊর্ধ্ব সপ্তকের মধ্যে চলাফেরা করে। একথা বলা দরকার যে লোকসংগীতের সুরের কাঠামো কখনো স্বাভাবিক ভাবে রাগপদ্ধতির অন্তর্গত প্রণালীতে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ রাগের যে গঠন প্রণালী আছে সেগুলি এমনি রীতিবদ্ধ যে সেই স্তরে কোনো লোকসংগীতের সুর পৌঁছাতে পারে না। লৌকিক সুরের প্রকৃতি বিশ্লেষণে এজন্যে রাগের উল্লেখ অনুপযুক্ত। ধরা যাক বাউল, ভাটিয়ালি সুরের কয়েকটি বিভিন্ন কাঠামোতে কোনো কোনো রাগের অংশ বিশেষের ছবি মিলে। কিন্তু তাকে নিয়ম কানুনের পরিমণ্ডলে আনা যায় না। এখানে সুরের কায়দা স্বতস্ফূর্ত ও তাল অত্যন্ত

© Santiniketan Sahityapath

প্রবল এবং কাঠামোটি বাঁধাধরা। এখানে রাগের প্রভাব লক্ষ করা গেলেও রাগের নিয়মে বিচার চলে না। কারণ লৌকিক সুরের রূপগুলি একেবারেই নির্দিষ্ট। ভাটিয়ালি রীতির অন্তর্গত গানগুলির ভঙ্গির তারতম্য হয়।

বিচ্ছেদী — বিরহ প্রকাশক ছন্দ-বর্জিত পুরুষ কণ্ঠের টানা গান।
সারী — নৌকা বাইছের গান। আনন্দবোধক হাল্কা চালে দ্রুত তালে গাওয়া হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে মৌলিক রচনাও চলে।
বারোমাসী — লঘুছন্দে ঋতুবর্ণনার সঙ্গে প্রেমসংগীত সংমিশ্রিত, বিচ্ছেদী ভাবের গানও বটে।
ঘাঁটু — মৈমনসিংহে বালিকাবেশী বালকের নৃত্যগীত। বর্ষাকালে নৌকাতে এ গান প্রচলিত।
পালাগান — গাথাগান — (মহুয়া, মলুয়া) ইত্যাদি। পৃথিবীর লোকসাহিত্যে এ রচনার বিশেষ স্থান আছে। ভাটিয়ালী রীতির বিকাশ হয়েছে এই পালা গান অবলম্বন করে। বহু ছুটা গান এইসব পালার অংশ।
জারী — মুসলমানদের মহরম পর্বের গান। বিশিষ্ট গায়েনের দ্বারা নৃত্য ভঙ্গিতে গীত হয়।
মুর্শীদা — ইসলামীয় বাউল প্রকৃতির গান, ভাটিয়ালী ভঙ্গিতে গীত।
বাউল — পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালী ভঙ্গিতে সারিন্দা যন্ত্রের সঙ্গে বসা গান। নৃত্য বিরহিত।
দেহতত্ত্ব বাউল শ্রেণির গান, ভাটিয়ালী রীতিতে গাওয়া হয়।
ভাওয়াইয়া — মূল টানা সুরের ভাটিয়ালীর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও পাওয়া যায়। ছন্দে অমিল খুব বেশি। নিয়মিত গলা ভাঙ্গার ব্যবহার দেখাতে চটকা ভাওয়াইয়ার অন্তর্গত এক চটুল প্রকৃতির গান চটকা। সম্পূর্ণ ব্যাঙ্গাপূর্ণ সুর ও ছন্দ অত্যন্ত লঘু প্রকৃতির।
গম্ভীরা — উত্তরবাংলার এ গান অনেকটা জীবন্ত সংমিশ্রিত রচনা। অন্যান্য গানের সঙ্গে মিল নেই। যে কয়েকটি গান গম্ভীরা রূপে প্রচলিত সেগুলোতে শিব চাষীর ঘরের মানুষ। গানে অত্যন্ত প্রবল সুরের অভিব্যাক্তি হয় বলে এতে কোনো সুক্ষতা বা কমনীয়তা থাকে না।

পশ্চিমবাংলার মধ্য অঞ্চলের গান, অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্বতীরে প্রচলিত গান পদাবলি কীর্তনের দ্বারা প্রভাবিত। ধর্মীয় গানগুলিতে খোলকরতাল বাজে। কীর্তনের কতকগুলি সুরভঙ্গি সহজে সঞ্চারিত হয়। শাক্তসংগীতগুলি এই অঞ্চল থেকেই ছড়ায়। এখানে মঙ্গাল-গান পালারূপে প্রচলিত হয়। তাছাড়া পাঁচালীর প্রভাব বিস্তারও এ অঞ্চলে লক্ষ করা যায়। 'মনসামঙ্গাল' পূর্ব থেকে সারা দেশময় নানা ভাবে চালিত হয়ে আসছিল। মুসলমান রাজত্বের পর বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভাব মধ্য বাংলায় বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় হয়। এ সম্পর্কে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার বোলান ও ঝাপান গান এবং মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, নদীয়ার আলকাফ গানের কোথাও উল্লেখ করা যায়। বোলান শিব পূজার গাজনের পাঁচালী প্রভাবিত। যন্ত্র বাজে ঢোলক, বাঁশী, বেহালা ইত্যাদি। এতে নানা রকমের পালাও চলে — লবকুশ, রাধাকৃষ্ণ, সাবিত্রী-সত্যবান ইত্যাদি। ঝাঁপান শ্রাবণ সংক্রান্তির মনসা-মঙ্গালের গান — নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। আলকাব গানে সমসাময়িক সমস্যাও থাকে। গান আর ছড়া নিয়ে দুটো ভাগে গাওয়া হয়। মধ্য অঞ্চলের বাউল গান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

বৈষ্ণব বাউলেরা কীর্তনের অঙ্গ ব্যবহার করে। ধর্মীয় ভাব প্রকাশের জন্য অন্তরঙ্গাতা ও উচ্ছ্বসিত আবেগ ভরে নেচে নেচে গান করে যদিও এ সত্যিকারের নৃত্য নয়। বাউলের বিশিষ্ট মধ্য অঞ্চলের সুর বিগত দুই শত বৎসরের মধ্যে বিকশিত হয়েছে। দোতারা বা গোপী যন্ত্র বাউলের ব্যবহার্য যন্ত্র। লালন ফকির এর গানই বিশেষ প্রচলিত। পূর্বাঞ্চলে কিছু কিছু বাউল ভাটিয়ালি রীতিতে গাওয়া হয়। দেহতত্ত্ব গানগুলিও এই পর্যায়ের। পশ্চিমবাংলার স্বতন্ত্র। এখানেও কীর্তন, পাঁচালী, মঙ্গালগানের প্রবল প্রভাব। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের কাঁকুরে মাটি ও তাল ও শালবনের পরিবেশে গোঁড়ায় শৈব প্রভাব ও শূন্যবাদ প্রচলিত ছিল। বীরভূমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত মনসামঙ্গালে একটি বিশেষ রীতির পালাগান। এছাড়া এসব পর্বগুলিতে আদিবাসীদের প্রভাব বিশেষ ভাবে বিস্তৃত। বিশেষকরে সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে পাঁচালি ধরনের ও কীর্তন রূপের যে প্রভাব বিস্তৃত তাতে বিভিন্ন রীতির ঘরোয়া অথবা উৎসবের গান প্রচলিত। ভাদু, টুসু, ঝুমুর, লেটো, পটুয়ার গান প্রভৃতি গানের রূপ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাদু বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ বীরভূমের কুমারী মেয়েদের গান। ভাদুদেবী-ভাদুকন্যা বা ভাদুমণির গানে রাজকন্যা ভাদুদেবীতে পরিণত। কিন্তু ভাদু ঘরোয়া দেবী। গান চলে শ্রাবণ সংক্রান্তি থেকে পুরো ভাদ্র মাস। এ গানে এসে মেশে রামায়ণ সংক্রান্ত পাঁচালি এবং আরো নানাবিধ সমসাময়িক বা ঘরোয়া বিষয় বস্তু। বিহার অঞ্চলের লৌকিক সুরও এখানে রূপ লাভ করে। ঝুমুর গান দুই প্রকৃতির। একটি লৌকিক ছুটা ঝুমুর —

© Santiniketan Sahityapath

আদিবাসীদের গান বাংলার লৌকিক গানে রূপান্তরিত। মুণ্ডাভাষী সাঁওতালদের প্রেমের গান রূপে প্রচলিত। কিছুটা বাংলা ও কিছু মিশ্রিত লৌকিক ভাষায় এই গান চলে। ছোটো ছোটো গানে থাকে ঘরকন্যার কথা, মেয়েদের অলঙ্কার, ফুল, পাখি ইত্যাদি। কীর্তন অঙ্গের ঝুমুর গান বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারিত। আদিবাসী ও সাধারণ চাষী মিলে মিশে অত্যন্ত সহজ কল্পনায় তালে ও সুরে রূপান্তরিত করে এই গান। লেটো উপস্থিত রচনার গান। দুটো দলে ভাগ হয়ে তর্জার মতো করে গাওয়া হয়। লেটোতে থাকে প্রশ্নোত্তরে রসিকতা ইত্যাদি। পশ্চিমবাংলায় ইসলামিক ধর্ম প্রচারে এই গান ব্যবহৃত হয়। পটুয়া গানের অস্তিত্ব এখনো পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে পাওয়া যায়। একশ্রেণির লোক পট অঙ্কন করে এবং এই পট নিয়ে নানা ভঙ্গি করে হাতের চিত্র দেখিয়ে গান গায়। এই গান পাঁচালীভঙ্গীতে গাওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংগীত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্রই নানা ধরণের লোকসংগীত প্রচলিত রয়েছে। সাধারণ মানুষের মুখে প্রচলিত হয় এই সংগীত। বর্তমানে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার উন্নতির ফলে গ্রামের জীবনযাপনের মধ্যেও দেশ বিদেশের নানা সংগীত ও সংস্কৃতি এসে জনজীবনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে। তবুও নানা আচার অনুষ্ঠান, পুজা পার্বণ, নানা ধরণের মেয়েলী ব্রত ইত্যাদি উৎসবে লোকসংগীত ও লোকনৃত্য জনজীবনকে মাতিয়ে তোলে। এখনো অনেক জায়গায় লোকসংগীত শোনা যায়। শুধু তাই নয়, এখনো গ্রাম বাংলার বিভিন্ন স্থানে বাউলরা গান গেয়ে বেড়ায়। বিভিন্ন ধরনের উৎসব এখনো আমরা লক্ষ করতে পারি। পশ্চিমবঙ্গের পর্বত, সমতল, নদী ইত্যাদি অঞ্চলভেদে লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্যগত ও সুরগত বিভিন্ন পার্থক্য চোখে পড়ে এবং এই পার্থক্যগুলির বিশ্লেষণই উক্ত গবেষণা প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। এই পার্থক্য ভাষা, ভাব, বৈশিষ্ট্য, অঞ্চল, সুর, লয় ইত্যাদির মধ্যে ফুটে ওঠে যেহেতু লোকসংগীতের সুরের মধ্যে বৈচিত্র্যতা দেখা যায়। এই গবেষণা প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্যগত, ভাবগত ও পুরাগত যে বৈচিত্র্য আছে সেটিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। সুকুমার রায়, ‘লোকসংগীত জিজ্ঞাসা’, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩
২। আশুতোষ ভট্টাচার্য, ‘বাংলার লোকসাহিত্য’, ১ম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৩
৩। মণিকা রায় কুণ্ডু, ‘বাংলা লোকগান বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ২০১৭

© Santiniketan Sahityapath